Bangla Kathasahitya : Bahuswarik Path
*Edited by Dr. Debabrata Gayen*

গ্রন্থস্বত্ব : সম্পাদক

প্রকাশক :
বিকাশ সাধুখাঁ
৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

**প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০২৪**

**বর্ণ বিন্যাসে : ঐশী লেজার**

**মুদ্রক : স্পেকট্রাম অফসেট**
৫বি, কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৩৭

ISBN: 978-93-91321-96-3

**মূল্য : ৪০০ টাকা মাত্র**

উৎসর্গ

যার সুচিন্তিত পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা আমাকে উজ্জীবিত করে—
মৌমিতা-কে

# সূচিপত্র


বনফুলের ছোটগল্প : জীবন যেখানে কথা বলে ১৩
ড. আমিনা খাতুন

প্রসঙ্গ বৈচিত্র্যময় নারী চরিত্র ঃ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্প ২২
ড. দেবব্রত গায়েন

হোটেল কেন্দ্রিক তিনটি উপন্যাস ও বাংলা সাহিত্য ৩০
ড. সুবীর কুমার সেন

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নগরায়ণবাদের প্রভাব ৪২
ড. শান্তনু প্রধান

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ ও 'সীমান্ত-হীরা' ৪৭
ড. শুভেন্দু মণ্ডল

অবতরণিকা : নারীর আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের কাহিনি ৫২
ড. শাখী ঘোষ

নারী-পুরুষের আদিতম রসায়নে জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তীর নির্বাচিত গল্প ৫৯
আজিজুল সেখ

মন্দাক্রান্তা সেনের 'দলছুট' : উল্টোস্রোতের বুনন ৬৮
অনিন্দিতা চ্যাটার্জি

অর্থনৈতিক শ্রেণীদ্বন্দ্ব পটভূমির আলোকে 'যোগাযোগ' উপন্যাস : ৭৫
একটি বিশেষ অধ্যয়ন
ড. বাপি চন্দ্র দাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ''ঈশ্বরীতলার রূপোকথা''র জৈবনিক সত্তা ও
মনস্তাত্ত্বিক চেতন সত্তার নিবিড় পাঠ : বিশেষ নান্দনিক পোস্টমর্টেম ৮১
ডোরা মিত্র

বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারায় 'পদ্মানদীর মাঝি' ও
'তিতাস একটি নদীর নাম' : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন ৯০
ড. অর্চনা দণ্ডপাঠ

প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্পে দাম্পত্য সম্পর্কে নারীর সামাজিক অবস্থান ৯৭
ড. জয়শ্রী বিশ্বাস

বাংলা ছোটগল্প : শিক্ষক ও শিক্ষকতা ১০৪
শুভম বনিক

সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' : মালো সম্প্রদায়ের লোকায়ত জীবন ১১৬
আবু বক্কর সিদ্দিক

রবীন্দ্রনাথের ''ল্যাবরেটরি'' গল্পের সোহিনী : শিক্ষা, ব্যক্তি,
ও ব্যক্তিত্বের নানা রূপ ১২২
রিঙ্কু ঘোষ

দিব্যেন্দু পালিতের ছোটগল্পে জীবিকার বৈচিত্র্যে নারীচরিত্র ১৩১
তনুশ্রী দে

বিনোদিনী : রবীন্দ্র উপন্যাসের ব্যতিক্রমী নারী ১৩৮
মৌসুমী মন্ডল

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ' : একটি মূল্যয়ন ১৪৪
ড. বাপন দাস

সৈকত রক্ষিতের 'হাড়িক' : অন্তেবাসী হাড়ি সম্প্রদায়ের হাঁড়ির কথা ১৫৩
রমা পাল

রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' : বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ১৬৩
বাণী রায়

প্রফুল্ল রায়ের ''আকাশের নীচে মানুষ'' ঃ নিম্নবর্গের কথকতা ১৭০
আজিজ সেখ

মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্ঘাত ও বিদ্যুৎপ্রবাহী স্নায়ুযুদ্ধের আলোকে বিজিত ঘোষের
দুই উপন্যাস : 'চোখের আলোয়' ও 'দীপালির দিনলিপি' ১৭৮
মহেন্দ্র নাথ পাল

রাজনীতির উর্ধ্বে মাতৃত্ব : প্রসঙ্গ সমরেশ বসুর ছোটগল্প 'শহীদের মা' ১৯৪
রানা সরকার



স্বপ্নময় চক্রবর্তী উপন্যাস ঃ 'চতুষ্পাঠী' এবং জাদুবাস্তবতাবাদ ২০১
আশিস করণ

সেলিনা হোসেনের 'টানাপোড়েন' : জীবনের টানাপোড়েনের গল্প ২১১
রিনি চ্যাটার্জি

বনফুলের ছোটগল্পে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ২১৬
প্রসেনজিৎ সরকার

'হাজার চুরাশির মা' : মহাকালের গহীন অন্ধকারে একাকী হেঁটে চলা
এক নারীর মর্মন্তুদ কাহিনী ২২৬
অরিন্দম রায়

প্রসঙ্গ মনস্তাত্ত্বিকতা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ২৩১
শুভমিতা বৈরাগ্য

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লালমাটি' উপন্যাসে নারীভাবনার বহুমাত্রিক বিন্যাস ২৩৫
অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

# প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্পে দাম্পত্য সম্পর্কে নারীর সামাজিক অবস্থান

ড. জয়শ্রী বিশ্বাস

প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রানুসারে দাম্পত্য সম্পর্কে নারীর সামাজিক অবস্থান বর্ণনা করার সময় নারীর স্নেহ, দয়ামায়া, সেবা, ধৈর্য ইত্যাদি গুনের যেমন পরিচয় পাই আবার অন্যদিকে তেমন কুটিলতা, জটিলতা, হিংসা, লোভ প্রবল উপস্থিতিও তাদের মধ্যে দেখা যায়। তখন নারীরা দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। সেই সময় নারীর মোটামুটি উঁচু ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমাজে ছিল। ক্রমে নারী পুরুষের দ্বারা চালিত হয়ে তাদের পুতুলে পরিণত হয়। উনিশ শতকে এসে নারী একেবারের অন্তঃপুর বাসী হয়ে উঠে। বাইরে যাওয়া আসার জন্য ছিল দরজা বন্ধ পালকি। এককথায় আলো বাতাসহীন অন্তঃপুরে নারীদের অবস্থান ছিল। 'স্ত্রীর পত্রে' মৃণাল বলেছে-'অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্টো পিঠ; সেদিকে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। সেদিকে আলো মিটমিট করে জ্বলে; হাওয়া চোরের মতো প্রবেশ করে; উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না; দেয়ালের এবং মেঝের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে।"[১]

বিংশ শতকের দোর গোড়ায় রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে নারীর প্রতি অবরোধের চাপ একটু শিথিল হয়। সেইসময় নারীদের শিক্ষা লাভের অধিকার পায়। আস্তে আস্তে নারীর মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি হয়। আধুনিক শিক্ষার আলোতে শিক্ষিত নারীর অন্যায় অন্যায় পীড়ন ও পুরুষের নিষ্ঠুর শাসন মানতে চায় না। আজ নারী অবলা নয়। স্বামী অন্যায় করলে জোরগলায় প্রতিবাদ জানায়, সমাজের আসাম্যের বিরুদ্ধে রুক্ষে দাঁড়ায়, স্বামীর স্বেচ্ছাচারকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সে। আধুনিক কালে মেয়েরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার গণ্ডি অতিক্রম করে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে। আজ নারীর পরিণত বয়সে বিয়ে করার অধিকার আছে। আবার পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রেও নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। জীবিকার ক্ষেত্রেও স্বনির্ভরতার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার দাম্পত্য জীবনে মূল ভিত্তি হল বিশ্বাস। যখন এই বিশ্বাসে চির ধরে তখনই এই দাম্পত্য জীবনে ভাঙ্গল দেখা যায়। প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্পের মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্কে নারীর সামাজিক অবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রফুল্ল রায়ের 'মলির জন্য' গল্পের নায়িকা ললিতার মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক নারীর পরিচয় পাই। গল্পে দেখা যায়, ললিতা এয়ার হোস্টেস হিসেবে নিজের কর্ম জীবনে প্রতিষ্ঠিত। সে অত্যন্ত সুন্দরী ছিল, স্মার্ট, এবং আধুনিক রাবার ফ্লাইটে